পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ ।
বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—এইভাবে; **তস্য**—তার; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **অপুত্রস্য**—অপুত্রক; **মহীপতেঃ**—রাজার; **বাহুভ্যাম্**—বাহু থেকে; **মথ্য-মানাভ্যাম্**—মন্থন করে; **মিথুনম্**—যুগল; **সমপদ্যত**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তার পর ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পুনরায় রাজা বেণের মৃত শরীরের বাহুদ্বয় মন্থন করেছিলেন, এবং তার ফলে তার বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী উৎপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ২

তদ্ দৃষ্ট্বা মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
ঊচুঃ পরমসন্তুষ্টা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্ ॥ ২ ॥

তৎ—তা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **মিথুনম্**—যুগল; **জাতম্**—জাত; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পারঙ্গত; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **পরম**—অত্যন্ত; **সন্তুষ্টাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বিদিত্বা**—জেনে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কলাম্**—অংশসম্ভূত।

অনুবাদ

সেই ঋষিগণ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁরা যখন বেণের বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীকে উৎপন্ন হতে দেখলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত

প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মিথুন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত ঋষি ও মুনিরা যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা পূর্ণ ছিল। তাঁরা রাজা বেণের সমস্ত পাপকর্মের ফল বাহুকের উৎপত্তির দ্বারা অপসারণ করেছিলেন, যার বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। এইভাবে রাজা বেণের শরীর শুদ্ধ হওয়ার পর, তা থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সেই মহান ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত। এই বিস্তার অবশ্য বিষ্ণুতত্ত্ব ছিল না, তিনি ছিলেন বিশেষভাবে বিষ্ণুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট আবেশাবতার।

শ্লোক ৩

ঋষয় উচুঃ

এষ বিষ্ণোর্ভগবতঃ কলা ভুবনপালিনী।
ইয়ং চ লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতিঃ পুরুষস্যানপায়িনী ॥ ৩ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—ঋষিগণ বললেন; **এষঃ**—এই পুরুষটি; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কলা**—বিস্তার; **ভুবন-পালিনী**—জগৎ-পালনকারী; **ইয়ম্**—এই স্ত্রী; **চ**—ও; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **সম্ভূতিঃ**—বিস্তার; **পুরুষস্য**—ভগবানের; **অনপায়িনী**—অবিচ্ছেদ্য।

অনুবাদ

মহান ঋষিগণ বললেন—এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবন-পালন অংশ, এবং এই স্ত্রীটিও ভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবী যে কখনও ভগবান থেকে আলাদা হন না, সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জড় জগতে মানুষেরা লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং তারা ধনসম্পদ লাভের জন্য তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে চায়। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, লক্ষ্মীদেবী কখনও ভগবান বিষ্ণু থেকে পৃথক হতে পারেন না। জড়বাদীদের বোঝা উচিত যে, লক্ষ্মীদেবীর পূজা ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে হওয়া উচিত

এবং কখনও তাঁদের পৃথক বলে মনে করা উচিত নয়। যে-সমস্ত জড়বাদীরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে চায়, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য, একত্রে ভগবান বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা। যদি কোন জড়বাদী মানুষ শ্রীরামচন্দ্র থেকে সীতাদেবীকে পৃথক করার রাবণনীতি অনুসরণ করতে চায়, তা হলে তার সর্বনাশ হবে। যারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় অত্যন্ত ধনবান, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সেই ধন-সম্পদের দ্বারা ভগবানের সেবা করা। এইভাবে তারা নিরুপদ্রবে তাদের ঐশ্বর্যশালী স্থিতি বজায় রাখতে পারবে।

শ্লোক ৪

অয়ং তু প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ ।
পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ ॥ ৪ ॥

অয়ম্—এই; **তু**—তখন; **প্রথমঃ**—প্রথম; **রাজ্ঞাম্**—রাজার; **পুমান্**—পুরুষ; **প্রথয়িতা**—বিস্তার করবে; **যশঃ**—খ্যাতি; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **নাম**—নামক; **মহা-রাজঃ**—মহান রাজা; **ভবিষ্যতি**—হবে; **পৃথু-শ্রবাঃ**—বিস্তৃত যশসমন্বিত।

অনুবাদ

এই দুজনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর যশ বিস্তার করবেন। তাঁর নাম হবে পৃথু। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন সমগ্র রাজাদের মধ্যে অগ্রণী।

তাৎপর্য

ভগবানের অনেক প্রকার অবতার রয়েছেন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গরুড় (শ্রীবিষ্ণুর বাহন), শিব এবং অনন্ত, এঁরা সকলে ভগবানের ব্রহ্মরূপের অতি শক্তিশালী অবতার। তেমনই, শচীপতি বা দেবরাজ ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের কামরূপের অবতার। অনিরুদ্ধ ভগবানের মনের অবতার, তেমনই, পৃথু মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শাসন-শক্তির অবতার। এইভাবে মহান মুনি-ঋষিরা মহারাজ পৃথুর ভাবী কার্যকলাপের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যাঁকে তাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবানের কলা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ইয়ং চ সুদতী দেবী গুণভূষণভূষণা ।
অর্চির্নাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী ॥ ৫ ॥

ইয়ম্—এই স্ত্রী; **চ**—এবং; **সু-দতী**—অত্যন্ত সুন্দর দন্তসমন্বিতা; **দেবী**—লক্ষ্মীদেবী; **গুণ**—সদ্‌গুণের দ্বারা; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **ভূষণা**—যিনি বিভূষিত করেন; **অর্চিঃ**—অর্চি; **নাম**—নামক; **বর-আরোহা**—অত্যন্ত সুন্দর; **পৃথুম্**—মহারাজ পৃথুকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবরুন্ধতী**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে।

অনুবাদ

অত্যন্ত সুন্দরী এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিতা এই রমণীটি ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপা হবেন। তাঁর নাম হবে অর্চি। ভবিষ্যতে তিনি পৃথু মহারাজকে তাঁর পতিরূপে বরণ করবেন।

শ্লোক ৬

এষ সাক্ষাদ্ধরেরংশো জাতো লোকরিরক্ষয়া ।
ইয়ং চ তৎপরা হি শ্রীরনুজজ্ঞেঽনপায়িনী ॥ ৬ ॥

এষঃ—এই পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশঃ**—অংশ; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **লোক**—সারা জগৎ; **রিরক্ষয়া**—রক্ষা করার বাসনায়; **ইয়ম্**—এই স্ত্রী; **চ**—ও; **তৎ-পরা**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অনুজজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **অনপায়িনী**—অবিচ্ছেদ্য।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক অংশের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী, এবং তাঁরই অংশে অর্চিরূপে পৃথু মহারাজের রানী হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যখনই কোন অসাধারণ শক্তি দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে ভগবানের বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ। এই প্রকার অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব নন। বহু জীব ভগবানের শক্তিতত্ত্বরূপে পরিগণিত। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তিপ্রাপ্ত এই প্রকার অবতারদের বলা হয় শক্ত্যাবেশ-অবতার। মহারাজ পৃথু ছিলেন ভগবানের এই প্রকার একজন শক্ত্যাবেশ-অবতার। তেমনই, মহারাজ পৃথুর মহিষী অর্চি ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর শক্ত্যাবেশ-অবতার।

শ্লোক ৭

মৈত্রেয় উবাচ

প্রশংসন্তি স্ম তং বিপ্রা গন্ধর্বপ্রবরা জগুঃ ।
মুমুচুঃ সুমনোধারাঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **প্রশংসন্তি স্ম**—মহিমা কীর্তন করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে (পৃথু); **বিপ্রাঃ**—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **গন্ধর্ব-প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা; **জগুঃ**—কীর্তন করেছিলেন; **মুমুচুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **সুমনঃ-ধারাঃ**—পুষ্পবৃষ্টি; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করছিলেন; **স্বঃ**—স্বর্গলোকের; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা (অপ্সরাগণ)।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা তাঁর যশোগান করেছিলেন, সিদ্ধরা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন, এবং স্বর্গের অপ্সরারা মহা আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৮

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি ।
তত্র সর্ব উপাজগ্মুর্দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ ॥ ৮ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **তূর্য**—তূর্য; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **নেদুঃ**—বাজতে লাগল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **দিবি**—অন্তরীক্ষে; **তত্র**—সেখানে; **সর্বে**—সমস্ত; **উপাজগ্মুঃ**—এসেছিল; **দেব-ঋষি**—দেবতা এবং ঋষিগণ; **পিতৃণাম্**—পিতৃদের; **গণাঃ**—সমূহ।

অনুবাদ

অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি বাজতে লাগল। বিভিন্ন লোক থেকে দেবতা, মহর্ষি এবং পিতৃগণ তখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ ।
বৈণ্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ ॥ ৯ ॥

পাদয়োররবিন্দং চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্ ।
যস্যাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **জগৎ-গুরুঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **সহ**—সঙ্গে; **আসৃত্য**—উপস্থিত হয়ে; **সুর-ঈশ্বরৈঃ**—স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সহ; **বৈণ্যস্য**—বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর; **দক্ষিণে**—দক্ষিণ; **হস্তে**—হস্তে; **দৃষ্টা**—দেখে; **চিহ্নম্**—চিহ্ন; **গদা-ভৃতঃ**—গদাধর শ্রীবিষ্ণুর; **পাদয়োঃ**—দুই পায়ে; **অরবিন্দম্**—পদ্মফুল; **চ**—ও; **তম্**—তাঁকে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মেনে**—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **কলাম্**—অংশের অংশ; **যস্য**—যাঁর; **অপ্রতিহতম্**—পরাভূত হয় না; **চক্রম্**—চক্র; **অংশঃ**—অংশ; **সঃ**—তিনি; **পরমেষ্ঠিনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

দেবতা ও দেবশ্রেষ্ঠগণ সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। মহারাজ পৃথুর দক্ষিণ করতলে বিষ্ণুর হাতের রেখা এবং দুই পদতলে পদ্মচিহ্ন দর্শন করে ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ পৃথু হচ্ছেন ভগবানের অংশ। কারণ যাঁর করতলে চক্ররেখা অন্য রেখার দ্বারা প্রতিহত হয় না বা বিলুপ্ত হয় না, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-অবতার বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

ভগবানের অবতার চেনার এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। আজকাল যে-কোন ভণ্ডকে ভগবানের অবতার বলে মনে করার একটা সস্তা ফ্যাশন দেখা দিয়েছে, কিন্তু এই বর্ণনাটি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মা স্বয়ং পৃথু মহারাজের করতল এবং পদতলে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। বিজ্ঞ মহর্ষি এবং ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে ভগবানের অংশ বলে স্বীকার করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখনও এক রাজা নিজেকে বাসুদেব বলে ঘোষণা করেছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করেছিলেন। কাউকে ভগবানের অবতার বলে মনে করার পূর্বে, শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে তার পরিচয় যাচাই করা উচিত। এই সমস্ত লক্ষণ-বিহীন ভণ্ডরা ভগবানের অবতার বলে নিজেদের জাহির করতে যাওয়ার ফলে, অধিকারিদের দ্বারা নিহত হবে।

শ্লোক ১১

তস্যাভিষেক আরব্ধো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
আভিষেচনিকান্যস্মৈ আজহ্রুঃ সর্বতো জনাঃ ॥ ১১ ॥

তস্য—তাঁর; **অভিষেকঃ**—অভিষেক; **আরব্ধঃ**—আয়োজিত হয়েছিল; **ব্রাহ্মণৈঃ**—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত; **আভিষেচনিকানি**—অভিষেকের জন্য বিবিধ সামগ্রী; **অস্মৈ**—তাঁকে; **আজহ্রুঃ**—সংগ্রহ করেছিলেন; **সর্বতঃ**—সর্বদিক থেকে; **জনাঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা রাজার অভিষেকের আয়োজন করেছিলেন। লোকেরা তখন চতুর্দিক থেকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছিল।

শ্লোক ১২

সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাবঃ খগা মৃগাঃ ।
দ্যৌঃ ক্ষিতিঃ সর্বভূতানি সমাজহ্রুরুপায়নম্ ॥ ১২ ॥

সরিৎ—নদীসমূহ; **সমুদ্রাঃ**—সমুদ্রসমূহ; **গিরয়ঃ**—পর্বতসমূহ; **নাগাঃ**—নাগগণ; **গাবঃ**—গাভীগণ; **খগাঃ**—পক্ষীগণ; **মৃগাঃ**—পশুগণ; **দ্যৌঃ**—আকাশ; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত জীব; **সমাজহ্রুঃ**—সংগ্রহ করেছিল; **উপায়নম্**—বিবিধ প্রকার উপহার।

অনুবাদ

সমস্ত নদী, সমুদ্র, গিরি, পর্বত, নাগ, গাভী, পক্ষী, পশু, স্বর্গলোক এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা তাদের ক্ষমতা অনুসারে রাজাকে দেওয়ার জন্য বিবিধ প্রকার উপহার সংগ্রহ করেছিল।

শ্লোক ১৩

সোঽভিষিক্তো মহারাজঃ সুবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ ।
পত্ন্যার্চিষালঙ্কৃতয়া বিরেজেঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ১৩ ॥

সঃ—রাজা; **অভিষিক্তঃ**—অভিষিক্ত হয়ে; **মহারাজঃ**—মহারাজ পৃথু; **সু-বাসাঃ**—সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত; **সাধু-অলঙ্কৃতঃ**—অতি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নী সহ; **অর্চিষা**—অর্চি নামক; **অলঙ্কৃতয়া**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **বিরেজে**—বিরাজ করছিলেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—অন্য।

অনুবাদ

এইভাবে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; এবং অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চি সহ রাজা অগ্নির মতো বিরাজ করছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্মৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্ ।
বরুণঃ সলিলস্রাবমাতপত্রং শশিপ্রভম্ ॥ ১৪ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **জহার**—উপহার দিয়েছিলেন; **ধন-দঃ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **বীর**—হে বিদুর; **বর-আসনম্**—রাজসিংহাসন; **বরুণঃ**—বরুণদেব; **সলিল-স্রাবম্**—বারিবিন্দু বর্ষণকারী; **আতপত্রম্**—ছত্র; **শশি-প্রভম্**—চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল

অনুবাদ

মহর্ষি বললেন—হে বিদুর! মহারাজ পৃথুকে কুবের এক স্বর্ণনির্মিত সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন। বরুণদেব তাঁকে একটি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন, যা চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং যা থেকে নিরন্তর সূক্ষ্ম বারিবিন্দু বর্ষিত হয়।

শ্লোক ১৫

বায়ুশ্চ বালব্যজনে ধর্মঃ কীর্তিময়ীং স্রজম্ ।
ইন্দ্রঃ কিরীটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সংযমনং যমঃ ॥ ১৫ ॥

বায়ুঃ—পবনদেব; **চ**—ও; **বাল-ব্যজনে**—দুটি চামর; **ধর্মঃ**—ধর্মরাজ; **কীর্তি-ময়ীম্**—খ্যাতি ও যশ বর্ধনকারী; **স্রজম্**—মালা; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **কিরীটম্**—মুকুট; **উৎকৃষ্টম্**—অত্যন্ত মূল্যবান; **দণ্ডম্**—রাজদণ্ড; **সংযমনম্**—পৃথিবী শাসন করার জন্য; **যমঃ**—যম।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথুকে বায়ু দুটি চামর প্রদান করেছিলেন; ধর্মরাজ তাঁকে যশ-বর্ধনকারী এক পুষ্পমাল্য প্রদান করেছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এক মহামূল্যবান মুকুট প্রদান করেছিলেন; এবং যমরাজ তাঁকে সারা পৃথিবী শাসন করার জন্য একটি রাজদণ্ড প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ম ভারতী হারমুত্তমম্ ।
হরিঃ সুদর্শনং চক্রং তৎপত্ন্যব্যাহতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **ব্রহ্ম-ময়ম্**—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নির্মিত; **বর্ম**—কবচ; **ভারতী**—সরস্বতী দেবী; **হারম্**—হার; **উত্তমম্**—দিব্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সুদর্শনম্ চক্রম্**—সুদর্শন চক্র; **তৎ-পত্নী**—তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী; **অব্যাহতাম্**—অক্ষয়; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে চিন্ময় জ্ঞাননির্মিত একটি বর্ম প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মার পত্নী ভারতী (সরস্বতী) তাঁকে এক দিব্য হার প্রদান করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন, এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে অক্ষয় সম্পদ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত দেবতারা পৃথু মহারাজকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করেছিলেন। স্বর্গলোকে ভগবানের অবতার উপেন্দ্র বা হরি রাজাকে সুদর্শন চক্র প্রদান করেছিলেন। এখানে বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু যে সুদর্শন ব্যবহার করেন, এটি ঠিক সেই সুদর্শন চক্র নয়; যেহেতু মহারাজ পৃথু ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাই তাঁকে যে সুদর্শন চক্র দেওয়া হয়েছিল, তা আদি সুদর্শন চক্রের আংশিক শক্তিসমন্বিত।

শ্লোক ১৭

দশচন্দ্রমসিং রুদ্রঃ শতচন্দ্রং তথাম্বিকা ।
সোমোঽমৃতময়ানশ্বাংস্ত্বষ্টা রূপাশ্রয়ং রথম্ ॥ ১৭ ॥

দশ-চন্দ্রম্—দশটি চন্দ্রভূষিত; **অসিম্**—তরবারি; **রুদ্রঃ**—শিব; **শত-চন্দ্রম্**—শত চন্দ্রভূষিত; **তথা**—সেই প্রকার; **অম্বিকা**—দুর্গাদেবী; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **অমৃত-ময়ান্**—অমৃতময়; **অশ্বান্**—অশ্ব; **ত্বষ্টা**—বিশ্বকর্মা; **রূপ-আশ্রয়ম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **রথম্**—রথ।

অনুবাদ

শিব তাঁকে দশ চন্দ্র অঙ্কিত একটি তরবারি প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী তাঁকে শত চন্দ্র অঙ্কিত একটি ঢাল প্রদান করেছিলেন। চন্দ্রদেব তাঁকে অমৃতময় কতকগুলি অশ্ব প্রদান করেছিলেন, এবং বিশ্বকর্মা তাঁকে একটি অত্যন্ত সুন্দর রথ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্যো রশ্মিময়ানিষূন্ ।
ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ দ্যৌঃ পুষ্পাবলিমন্বহম্ ॥ ১৮ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নিদেব; **আজ-গবম্**—ছাগ ও গোশৃঙ্গ নির্মিত; **চাপম্**—ধনুক; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **রশ্মি-ময়ান্**—সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল; **ইষূন্**—বাণ; **ভূঃ**—ভূমি, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; **পাদুকে**—দুটি পাদুকা; **যোগ-ময্যৌ**—যোগশক্তি-সমন্বিত; **দ্যৌঃ**—অন্তরীক্ষের দেবতাগণ; **পুষ্প**—ফুলের; **আবলিম্**—উপহার; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

অগ্নিদেব তাঁকে ছাগ ও গোশৃঙ্গ-নির্মিত একটি ধনুক প্রদান করেছিলেন। সূর্যদেব তাঁকে সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল বাণ প্রদান করেছিলেন। ভূর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী ভূমিদেবী তাঁকে যোগশক্তি-সমন্বিত দুটি পাদুকা প্রদান করেছিলেন, এবং আকাশের দেবতারা পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজার পাদুকা যোগশক্তি-সমন্বিত ছিল (*পাদুকে যোগময্যৌ*)। অর্থাৎ, সেই পাদুকা চরণে ধারণ করা মাত্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পারতেন। যোগীরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারেন। সেই প্রকার শক্তি পৃথু মহারাজের পাদুকায় অর্পিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

নাট্যং সুগীতং বাদিত্রমন্তর্ধানং চ খেচরাঃ ।
ঋষয়শ্চাশিষঃ সত্যাঃ সমুদ্রঃ শঙ্খমাত্মজম্ ॥ ১৯ ॥

নাট্যম্—নাট্যকলা; **সু-গীতম্**—মধুর সংগীত কলা; **বাদিত্রম্**—বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কলা; **অন্তর্ধানম্**—অন্তর্হিত হওয়ার কৌশল; **চ**—ও; **খে-চরাঃ**—আকাশমার্গে ভ্রমণকারী দেবতারা; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **চ**—ও; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সত্যাঃ**—অমোঘ; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্রের দেবতা; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **আত্ম-জম্**—নিজের থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

আকাশমার্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আদি দেবতারা পৃথু মহারাজকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং নিজের ইচ্ছা অনুসারে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার কৌশল প্রদান করেছিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে তাঁদের অমোঘ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে সলিলসম্ভূত শঙ্খ উপহার দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

সিন্ধবঃ পর্বতা নদ্যো রথবীথীর্মহাত্মনঃ ।
সূতোঽথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে ॥ ২০ ॥

সিন্ধবঃ—সমুদ্র; **পর্বতাঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ**—নদী; **রথ-বীথীঃ**—রথ চলার পথ; **মহা-আত্মনঃ**—মহা পুরুষের; **সূতঃ**—স্তবকারী; **অথ**—তখন; **মাগধঃ**—পেশাদার গায়ক কবি; **বন্দী**—পেশাদার বন্দনাকারী; **তম্**—তাঁকে; **স্তোতুম্**—স্তব করার জন্য; **উপতস্থিরে**—উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সমুদ্র, পর্বত, নদী তাঁকে বিনা বাধায় তাঁর রথ চালাবার জন্য পথ প্রদান করেছিল। তার পর সূত, মাগধ এবং বন্দীরা তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে তার স্তব করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

স্তাবকাংস্তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

স্তাবকান্—স্তবকারী; **তান্**—সেই সমস্ত ব্যক্তিদের; **অভিপ্রেত্য**—বুঝতে পেরে; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **বৈণ্যঃ**—বেণের পুত্র; **প্রতাপ-বান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মেঘ-নির্হ্রাদয়া**—জলদ-গম্ভীর; **বাচা**—স্বরে; **প্রহসন্**—হেসে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

বেণের পুত্র পরম শক্তিশালী মহারাজ পৃথু যখন তাঁর সম্মুখে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দেখলেন, তখন তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে, মৃদু হেসে জলদ-গম্ভীরস্বরে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২২

পৃথুরুবাচ

ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্য বন্দিঁ-
ল্লোকেঽধুনাস্পষ্টগুণস্য মে স্যাৎ ।
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং
মা ময্যভূবন্ বিতথা গিরো বঃ ॥ ২২ ॥

পৃথুঃ উবাচ—মহারাজ পৃথু বললেন; **ভোঃ সূত**—হে সূত; **হে মাগধ**—হে মাগধ; **সৌম্য**—সৌম্য; **বন্দিন্**—হে প্রার্থনারত ভক্ত; **লোকে**—এই জগতে; **অধুনা**—এখন; **অস্পষ্ট**—অপ্রকাশিত; **গুণস্য**—যার গুণাবলী; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হতে পারে; **কিম্**—কেন; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়; **মে**—আমার; **স্তবঃ**—প্রশংসা; **এষঃ**—এই; **যোজ্যতাম্**—প্রযুক্ত হতে পারে; **মা**—কখনই নয়; **ময়ি**—আমাকে; **অভুবন্**—ছিল; **বিতথাঃ**—বৃথা; **গিরঃ**—বাণী; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—হে সৌম্য সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ, তোমরা আমার যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তা এখনও অপ্রকাশিত। সুতরাং যে-সমস্ত গুণে আমি গুণান্বিত নই, সেই সমস্ত গুণের প্রশংসা কেন করছ? আমি চাই না যে, তোমাদের এই বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হয়ে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হোক, তাই তোমাদের এই স্তব অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কর।

তাৎপর্য

সূত, মাগধ এবং বন্দীদের স্তবস্তুতি মহারাজ পৃথুর দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করেছিল, কেননা তিনি ছিলেন, ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। কিন্তু, যেহেতু সেই সমস্ত গুণাবলী তখনও প্রকাশিত হয়নি, তাই পৃথু মহারাজ বিনীতভাবে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তাঁরা এই প্রকার মহান বাক্যের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করছেন। তিনি চাননি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বাস্তবিকভাবে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁদের স্তবস্তুতি অবশ্যই উপযুক্ত ছিল, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার, কিন্তু পৃথু মহারাজ সাবধান করে দিয়েছেন যে, দিব্য গুণাবলীযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, কাউকে যেন ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা না হয়। বর্তমানে তথাকথিত বহু অবতারের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে কতকগুলি মূর্খ এবং বদমাশ। যদিও তাদের মধ্যে কোন দিব্য গুণ নেই, তবুও মানুষ তাদের ভগবানের অবতার বলে মনে করছে। পৃথু মহারাজ চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত গুণাবলী ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয়ে, যেন এই প্রকার প্রশংসাত্মক বাণী সার্থক করে। যদিও তাঁর উদ্দেশ্যে যে স্তবস্তুতি করা হয়েছিল, তাতে কোন ত্রুটি ছিল না, তবুও পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, ভগবানের অবতার বলে নিজেকে প্রচারকারী ভণ্ডদের উদ্দেশ্যে যেন কখনও এই প্রকার স্তব স্তুতি করা না হয়।

শ্লোক ২৩

তস্মাৎপরোক্ষেঽস্মদুপশ্রুতান্যলং-
করিষ্যথ স্তোত্রমপীচ্যবাচঃ ।
সত্যুত্তমশ্লোকগুণানুবাদে
জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যাঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পরোক্ষে**—ভবিষ্যতে কোন সময়; **অস্মৎ**—আমার; **উপশ্রুতানি**—যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **করিষ্যথ**—তোমরা নিবেদন করতে সক্ষম হবে; **স্তোত্রম্**—স্তুতি; **অপীচ্য-বাচঃ**—হে সৌম্য গায়কগণ; **সতি**—উপযুক্ত কার্য হওয়ার ফলে; **উত্তম-শ্লোক**—ভগবানের; **গুণ**—গুণাবলীর; **অনুবাদে**—আলোচনা; **জুগুপ্সিতম্**—জঘন্য ব্যক্তিকে; **ন**—কখনই না; **স্তবয়ন্তি**—স্তুতি করা; **সভ্যাঃ**—সভ্য ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে মধুরভাষী স্তাবকগণ! তোমরা যে-সমস্ত গুণের কথা বর্ণনা করেছ, সেগুলি যখন প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন তোমরা এইভাবে আমার প্রশংসা করো। সভ্য ব্যক্তিরা ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-স্তবস্তুতি করে, সেই সমস্ত গুণাবলী কখনও মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করো না, যাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই গুণগুলি নেই।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের স্নিগ্ধ ভক্তরা খুব ভালভাবেই জানেন কে ভগবান এবং কে ভগবান নয়। কিন্তু নির্বিশেষবাদী অভক্তরা, যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই এবং যারা কখনও ভগবানের স্তবস্তুতি করে না, তারা কোনও মানুষকে ভগবান বলে গ্রহণ করে সর্বদা তার স্তবস্তুতি করতে অত্যন্ত আগ্রহী। সেটিই হচ্ছে ভক্ত এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য। অসুরেরা তাদের নিজেদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে, অথবা রাবণ এবং হিরণ্যকশিপুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেরাই ভগবান বলে দাবি করে। পৃথু মহারাজ যদিও বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের অবতার ছিলেন, তবুও তিনি সেই সমস্ত স্তবস্তুতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, কেননা ভগবানের গুণাবলী তখনও তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। তিনি এই কথা জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গুণগুলির অধিকারি না হয়, তা হলে তার অনুগামীদের এবং ভক্তদের তার যশ কীর্তনে যুক্ত করা উচিত নয়, যদিও ভবিষ্যতে সেই সমস্ত গুণগুলি তিনি প্রকাশ করতে পারেন। কেউ যদি বাস্তবিকপক্ষে মহাপুরুষের গুণগুলির অধিকারি না হওয়া সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে সেই সমস্ত গুণগুলির বিকাশ হবে বলে আশা করে তার অনুগামীদের তার যশকীর্তনে যুক্ত করে, তা হলে সেই ধরনের প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ২৪

মহদ্‌গুণানাত্মনি কর্তুমীশঃ
কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তেঽসতোঽপি ।
তেঽস্যাভবিষ্যন্নিতি বিপ্রলব্ধো
জনাবহাসং কুমতির্ন বেদ ॥ ২৪ ॥

মহৎ—মহান; **গুণান্**—গুণাবলী; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **কর্তুম্**—প্রকাশ করার জন্য; **ঈশঃ**—যোগ্য; **কঃ**—কে; **স্তাবকৈঃ**—অনুগামীদের দ্বারা; **স্তাবয়তে**—স্তুতি করায়; **অসতঃ**—অবর্তমান; **অপি**—সত্ত্বেও; **তে**—তারা; **অস্য**—তার; **অভবিষ্যন্**—হতে পারে; **ইতি**—এই প্রকার; **বিপ্রলব্ধঃ**—প্রতারিত; **জন**—মানুষের; **অবহাসম্**—উপহাস; **কু-মতি**—মূর্খ; **ন**—করে না; **বেদ**—জানা।

অনুবাদ

এই সমস্ত মহান গুণাবলী ধারণে সক্ষম কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সেই গুণগুলির অধিকারি না হয়ে, কিভাবে তার অনুগামীদের তার প্রশংসা করতে দিতে পারে? কোন মানুষকে যদি এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, যদি সে শিক্ষিত হত, তা হলে সে একজন মহা পণ্ডিত হত অথবা একজন মহাপুরুষ হত, তা হলে সেটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। যে মূর্খ ব্যক্তি এই প্রকার প্রশংসা গ্রহণে সম্মত হয়, সে জানে না যে, এই প্রকার প্রশংসাবাক্য প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি অপমান-সূচক।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের অবতার, যে-কথা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা, যখন তাঁকে নানা প্রকার দিব্য উপহার প্রদান করেছিলেন, তখনই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি তখন সবেমাত্র অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি কখনও তাঁর দিব্য গুণাবলী কার্যে পরিণত করতে পারেননি। তাই তিনি ভক্তদের সেই সমস্ত স্তবস্তুতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। পৃথু মহারাজের এই আচরণ থেকে তথাকথিত ভগবানের অবতারদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। দিব্য গুণাবলী-বিহীন অসুরেরা কখনও যেন তাদের অনুগামীদের কাছ থেকে মিথ্যা প্রশংসা গ্রহণ না করে।

শ্লোক ২৫

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥ ২৫ ॥

প্রভবঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **স্তোত্রম্**—প্রশংসা; **জুগুপ্সন্তি**—পছন্দ করেন না; **অপি**—যদিও; **বিশ্রুতাঃ**—অত্যন্ত

বিখ্যাত; **হ্রী-মন্তঃ**—বিনীত; **পরম-উদারাঃ**—অত্যন্ত উদার ব্যক্তি; **পৌরুষম্**—শক্তিশালী কার্যকলাপ; **বা**—ও; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়।

অনুবাদ

সম্মানিত এবং উদার-হৃদয় ব্যক্তি যেমন তাঁর নিন্দনীয় কার্যকলাপের কথা শুনতে চান না, তেমনই অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি নিজের প্রশংসা শুনতে চান না।

শ্লোক ২৬

বয়ং ত্ববিদিতা লোকে সূতাদ্যাপি বরীমভিঃ ।
কর্মভিঃ কথমাত্মানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ ॥ ২৬ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—তখন; **অবিদিতাঃ**—অপ্রসিদ্ধ; **লোকে**—জগতে; **সূত-আদ্য**—হে সূত আদি ব্যক্তিগণ; **অপি**—এখনই; **বরীমভিঃ**—মহান, প্রশংসনীয়; **কর্মভিঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **কথম্**—কিভাবে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **গাপয়িষ্যাম**—নিবেদন কার্যে তোমাদের যুক্ত করব; **বাল-বৎ**—শিশুর মতো।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—হে সূত আদি ভক্তগণ! আমার কার্যকলাপের দ্বারা এখনও আমি প্রসিদ্ধ হইনি, কারণ তোমাদের বন্দনীয় কোন কার্য এখনও পর্যন্ত আমি করিনি। অতএব একটি শিশুর মতো আমি কিভাবে তোমাদের আমার গুণগান কার্যে নিযুক্ত করতে পারি?

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।